Kumudini CARES

Kumudini Bulletin

September-December 2015

কুমুদিনী বুলেটিন

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫

কুমুদিনীর দুই কাণ্ডারি রণদা কন্যা জয়া পতি ও জামাতা বিষ্ণুপদ পতি স্বদেশে সংবর্ধিত

Lifetime Achievement Recognition of Joya Pati & Bishnupada Pati

An exquisite celebration of Lifetime Achievement Recognition Programme in honour of Mrs Joya Pati and Dr Bishnupada Pati. Rudra, Reedhi and Rahi - members of the fourth generation of philanthropist R P Shaha paid tributes of respect to the Pati couple with flower bouquets.

গত ২৯অক্টোবর সন্ধ্যায় ঢাকার হোটেল রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনে শহীদ রণদা প্রসাদ সাহার কনিষ্ঠা কন্যা লন্ডন প্রবাসী মিসেস জয়া পতি ও জামাতা ডা. বিষ্ণুপদ পতিকে কর্মজীবনের দীর্ঘ সময়ে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে তাঁদের সেবামূলক অবদানের জন্য সংস্থাটির পক্ষ থেকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কুমুদিনী পরিবারের সদস্যবৃন্দ, ভারতেশ্বরী হোমসের প্রাক্তন ছাত্রী, সমাজের বিশিষ্ট জন ও সংবর্ধিত দম্পতির বন্ধু-বান্ধবদের আন্তরিক উপস্থিতিতে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি একটি স্মরণীয় মধুর মিলন মেলার রূপ লাভ করে।

অশীতিপর দম্পতি মিসেস জয়া পতি ও ডা. বিষ্ণুপদ পতি বর্তমানে অসুস্থ। দীর্ঘ ১৬ বছর পর গত ১৭ অক্টোবর তাঁরা লন্ডন সপরিবারে স্বদেশে আসেন শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে। সঙ্গে

Lifetime achievement of Mrs Joya Pati, the youngest daughter of Shaheed Ranada Prasad Shaha and her husband Dr Bishnu Pada Pati was celebrated on 29 October 2015 at Hotel Radisson Blu Water Garden, Dhaka. The ceremony was arranged by Kumudini Welfare Trust (KWT) in recognition of their contribution to the Trust. All members of the Kumudini family, former students of Bharateswari Homes, elites of the society including friends and well wishers of the couple were present to make the occasion a memorable one.

The octogenarian couple Mrs Pati and Dr Pati are suffering from old age complications. After long 16

আসেন তাঁদের একমাত্র কন্যা ডা. ঝুমুর পতি ও জামাতা সুরাজু দত্ত। উল্লেখ্য, মিসেস জয়ার জন্ম ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে এবং মি. বিষ্ণুপদ পতির জন্ম ১৩মে, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে।

এক সময়ের ভারতেশ্বরী হোমসের অধ্যক্ষা এবং কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস জয়া পতি পরিচিতজনদের কাছে 'ছোটদি' হিসেবে অধিক পরিচিতা। পক্ষান্তরে, কুমুদিনী হাসপাতালের সাবেক পরিচালক ডা. বিষ্ণুপদ পতি অধিক পরিচিত 'জামাইবাবু' হিসেবে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শুরুতে 'জন্ম আমার ধন্য হলো' এই দেশাত্মবোধক গানের তালে তালে ভারতেশ্বরী হোমসের একদল নৃত্যশিল্পী বিপুল করতালির মাঝে ফুলের মালায় বরণ করে নেয় তাদের প্রিয় ছোটদি আর জামাইবাবুকে। অনুষ্ঠানে কুমুদিনীতে তাঁদের দীর্ঘ সেবামূলক কর্মজীবনের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি প্রামাণ্য ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করে কুমুদিনীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা। মনোজ্ঞ এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতার কোনো প্রাধান্য ছিল না। ছিল নির্ধারিত স্বজনদের কিছু সুবিন্যস্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কন্যা ডা. ঝুমুর পতি যার কণ্ঠে ছিল নিজের মা-বাবা সম্পর্কে গর্বিত উচ্চারণ, আর ছিলেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা যার কণ্ঠে শোনা গেল ছোট পিসি ও ছোট পিসেমশাইয়ের স্নেহে-যত্নে প্রতিপালিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক শহীদ পিতার নাবালক পুত্রের বেড়ে ওঠার আবেগঘন সত্যিকারের কাহিনী।

years the couple arrived back from London on 17 October 2015 to celebrate Durga Puja. They were accompanied by their only daughter Dr Jhumur Pati and her husband Mr Suraju Dutta. Mrs Pati was born on 12 September 1932 while her husband Dr Pati was born on 13 May 1927.

Mrs Joya Pati a former Principal of Bhareteswari Homes and Managing Director of KWT is popularly known as "chotdi"- meaning little sister. On the other hand, her husband Dr Pati is widely known as "jamai babu"- meaning Mr Bridegroom. The programme began with the singing of a patriotic song in tune with dance performed by students of Bharateswari Homes. A video documentary on the life and works including the philanthropic activities of the couple was also screened. A chorus was sung by the students of various educational institutions of KWT. The colourful programme did not contain long speeches but only reminiscences by a few personalities. Dr Jhumur Pati spoke on the proud achievements of her parents while Mr Rajiv Prasad Shaha the Managing Director of KWT fondly remembered the love and affection that he received from his aunt and uncle as he grew up in the absence of his martyr father and grandfather.

Mr Rajiv Prasad Shaha, the only son of Mrs Joya Pati's martyred brother, describing how he was brought up at his tender age with the utmost love and care of his 'chhoto pisi'(aunt) and 'chhto pisemoshai' (uncle).

Dr Jhumur Pati, the only daughter of Dr Bishnupada Pati and Mrs Joya Pati, depicting in brief the proud achievements of her beloved parents.

Mr and Mrs Pati enjoying the cultural programme arranged in their honour.

স্মৃতিচারণ পর্বে মিসেস জয়া পতি শুনান কুমুদিনীকে ঘিরে তাঁর অতীত দিনের সুখদু:খের স্মৃতি, স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি কর্তৃক তাঁর প্রাণপ্রিয় পিতা রণদা প্রসাদ সাহা আর ছোট ভাই ভবানী প্রসাদ সাহা (রবি)-এর অন্তর্ধানের করুণ ইতিহাস এবং কুমুদিনীকে জাগিয়ে রাখতে তাঁর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার কথা। ডা. বিষ্ণুপদ পতি শুনান সুদূর মেদিনীপুর থেকে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতালে এসে তাঁর চিকিৎসক জীবন শুরু করার সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী।

অত:পর শুরু হয় ফটো সেশন, মিসেস জয়া পতি ও ডা. বিষ্ণুপদ পতির পরিচিত অপরিচিত অতিথিবৃন্দের শুভেচ্ছা বিনিময়। এরই মাঝে কুমুদিনী পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের তিন সদস্য রুদ্র, ঋদ্ধি ও রাহী মিসেস জয়া পতি ও ডা. বিষ্ণুপদ পতির হাতে বিনম্র শ্রদ্ধায় অর্পণ করে সুবাসিত বর্ণিল পুষ্পস্তবক।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে সুরের মুর্ছনার এক মায়াময় পরিবেশে আয়োজিত প্রীতিভোজ আর উপস্থিত অতিথিবৃন্দের প্রত্যেকের হাতে কুমুদিনীর উপহার স্মারক প্রদানের মাধ্যমে।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন ডালিয়া আহমেদ ও হেনা সুলতানা। ●

While reminiscing her life in Kumudini, Mrs Pati spoke of her joy and sorrow, the pain of losing her beloved father and her younger brother Mr Bhavini Prasad Shaha during our war of liberation in 1971. She also spoke of the uphill task in keeping KWT running during and after the liberation war. Dr Pati narrated his journey from Midnapore in West Bengal to the remote village of Mirzapur of the then East Bengal to live and work at Kumudini Hospital. This was followed by exchange of greetings and a photo session with the invited guests. In the meantime the fourth generation of the Shaha's which included Rudra, Reedhi and Rahi, the son and daughters of Mr Rajiv Prasad Shaha, greeted the couple with flower bouquets.

The ceremony was rounded off with dinner followed by presentation of souvenirs of KWT to the invited guests. The programme was conducted and presented by Dalia Ahmed and Hena Sultana. ●

More Pictures Of Lifetime Achievement Recognition Programme

Dignitaries of the society felicitating Mrs Joya Pati and Dr B P Pati.

Artists from Bharateswari Homes rendering inaugural songs in the ceremony.

দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার ১১৯ তম জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত

119th Birth Anniversary of R P Shaha Celebrated

The grandson of philanthropist R P Shaha and MD of KWT Mr Rajiv Prasad Shaha is seen cutting a cake as a part of celebration of his grandfather's 119th birthday.

নারায়ণগঞ্জস্থ রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয় ও মির্জাপুরে গত ৮ অগ্রহায়ণ (২২ নভেম্বর) মহাসমারহে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মহান প্রতিষ্ঠাতা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার ১১৯তম জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছে। তাঁর জন্ম ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান সাভার উপজেলার শিমুলিয়া ইউনিয়নের কাছেড় গ্রামে উত্থান একাদশী তিথিতে। সে কারণে কুমুদিনীর প্রতিষ্ঠাতার জন্মজয়ন্তী প্রতি বছর এই বিশেষ তিথিতেই পালন করা হয়।

এই দিন প্রত্যুষে দানবীরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এ উপলক্ষে কুমুদিনীর মির্জাপুর কমপ্লেক্সে দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। বাঙালির গর্ব এই কৃতী বঙ্গ সন্তানকে স্মরণ করতে বিকাল ৩টায় মির্জাপুর গ্রামের রণদা নাটমন্দিরে গ্রামবাসীগণ এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন দানবীরের পৌত্র কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের পরিচালক শ্রীমতী সাহা। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন হরিসভার সভাপতি ডা. বিমান বিহারী বোস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মির্জাপুর পৌরসভার মেয়র শহিদুর রহমান শহিদ, সাবেক সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী, প্রাক্তন মেয়র মোশাররফ হোসেন মণি ও মুক্তিযোদ্ধা দুর্লভ বিশ্বাস। সভায় বক্তারা দানবীরের জীবন ও জনহিতকর কর্মের নানা দিক আলোকপাত করেন।

The 119th birth anniversary of the founder of KWT, philanthropist R P Shaha was celebrated at his village home in Mirzapur and at the campus of Ranada Prasad Shaha University at Narayanganj. He was born in the village of Kachhoir under Shimulia Union of the Savar Upazila in 1896.

The programme began with the laying of floral wreaths at the portrait of R P Shaha. On this occasion a day long programme was chalked out at Kumudini Complex, Mirzapur. In remembrance of this proud son of the soil a discussion meeting and a cultural show was arranged by the villagers at the temple in Mirzapur village. The programme was presided over by Mr Rajiv Prasad Shaha the grandson of R P Shaha. The chief guest on the occasion was the Director of KWT Mrs Smriti Shaha while the president of Harishava Dr Biman Bihari Bose was the special guest. Among others who spoke on the occasion were Mayor of Mirzapur Pourshava Shahidur Rahman Shahid, former MP Abul Kalam Azad Siddiqui, former Mayor Musharraf Hossain Moni and freedom fighter Durlav Biswas. They spoke on the life and works of R P Shaha specially his philanthropic activities.

এ উপলক্ষে রণদা প্রসাদ সাহার বাড়ির আঙ্গিনায় আশানন্দ নাট মন্দিরটি ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীরা নান্দনিক আলপনায় ও ফুলে ফুলে সাজিয়ে তোলে। এখানেই সকাল ৭টায় ছাত্রীরা পরম শ্রদ্ধায় নিবেদন করে তাদের প্রাণপ্রিয় জেঠামণির স্মৃতির উদ্দেশে বিশেষ সঙ্গীতাঞ্জলি। উল্লেখ্য, দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা তাঁর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও পরিচিত জনদের কাছে জেঠামণি নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। প্রভাতী সঙ্গীতানুষ্ঠানে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কুমুদিনী কমপ্লেক্সের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ এবং গ্রামবাসী।

বেলা ১১টায় ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কুমুদিনী হাসপাতালের রোগীদের নিয়ে রণদা প্রসাদের জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটেন এবং রোগীদের মাঝে উৎসব খাবার পরিবেশন করেন। এই বিশেষ দিনটি স্মরণে মেডিকেল কলেজে রক্তদান কর্মসূচি পালিত হয়। কুমুদিনী নার্সিং স্কুল এন্ড কলেজও অনুরূপ কর্মসূচি পালন করে।

সন্ধ্যা ৬টায় কুমুদিনীর সকল শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আকর প্রিয় জেঠামণির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীরা কুচকাওয়াজ ও শরীর চর্চা প্রদর্শন করে। এতে সালাম গ্রহণ করেন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা। এ অনুষ্ঠানে দানবীরের জীবন ভিত্তিক একটি প্রামাণ্য চিত্র দেখানো হয়। সবশেষে কয়েক হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে 'আগুনের পরশ মণি' শীর্ষক ফিল্ড ড্রামায় সংগ্রামী রণদা প্রসাদ সাহার জীবনচিত্র ফুটিয়ে তোলে ছাত্রীরা। এখানে একটি সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় জেঠামণি ও তাঁর পুত্র ভবাণী প্রসাদ সাহার বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনায়। ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীরা জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'অয়ন' নামে একটি দেয়ালিকা প্রকাশ করে। ●

The area around the temple was tastefully decorated with flowers by the students of Bharateswari Homes. In remembrance of R P Shaha the students began the day at 7 in the morning with rendering of songs. The programme in the morning was attended by all members of the Kumudini family along with the villagers, students, teachers, officers and employees of the educational institutions in Kumudini Complex.

At 11 in the morning, the Managing Director of the Trust along with the patients at Kumudini Hospital cut the birthday cake. On the occasion improved diet was served to the patients. To mark the occasion a blood donation programme was arranged at the medical college. Similar programme was taken up by Kumudini Nursing School & College.

At 6 in the evening a march past and physical display was arranged by the students of Bharateswari Homes. The MD of the Trust Mr Rajiv Prasad Shaha took salute. A video documentary on the life and works of philanthropist R P Shaha was screened while thousands of candles were lighted in his memory. Prayers were offered for the salvation of the souls of R P Shaha and his son Bhavani Prasad Shaha. The students of Bharateswari Homes brought out a wall magazine 'Ayon' commemorating the birth anniversary. ●

Serving of delicious dishes to the patients undergoing treatment in the Kumudini Hospital by Mr Rajiv Prasad Shaha.

ফিস্টুলা রোগীদের পাশে কুমুদিনী হাসপাতাল

Free Treatment of Fistula Patients at Kumudini Hospital

Following the CFA Training Programme each of the cured fistula patients was given a new saree for personal use and a mobile set to communicate with the doctors in time of necessicity.

কুমুদিনী হাসপাতালে নিখরচায় চিকিৎসা করিয়ে জটিল রোগ ফিস্টুলার অভিশাপ থেকে মুক্ত ২১ নারীর প্রত্যেকে পেলেন একটি করে নতুন শাড়ি ও চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য একটি করে নতুন মোবাইল। নতুন জীবন ফিরে পাওয়ায় তাদের মুখে ফুটে উঠেছে প্রশান্তির হাসি।

মহিলাদের অভিশপ্ত রোগ ফিস্টুলায় আক্রান্ত রোগীদের পাশে দাঁড়িয়েছে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতাল। বাড়ি পর্যন্ত যাতায়াত ভাড়া ও অপারেশনসহ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়ে থাকে এই হাসপাতাল থেকে। ফিস্টুলা রোগীদের অপারেশন ও চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য উগান্ডার ফেস্টুলা সার্জন ডা. ব্রাজিন জাস্টাস কেফুনজুসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এনে ফিস্টুলা রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে কুমুদিনী হাসপাতাল।

ফিস্টুলা রোগের চিকিৎসা চলে সারা বছর ধরেই। কুমুদিনী হাসপাতালের পরিচালক ডা. দুলাল চন্দ্র পোদ্দার জানান, এ পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে শতাধিক ফিস্টুলা রোগীকে অপারেশন সহ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, কুমুদিনী হাসপাতালে ২০০৫ সাল থেকে ফিস্টুলা বিভাগ চালু করা রয়েছে। ফিস্টুলা রোগের আরো উন্নত চিকিৎসা দিতে বিদেশ থেকে ডাক্তার আনা হয়েছে। এনজেন্ডার নামে একটি বিদেশী দাতা সংস্থা এই চিকিৎসায় কুমুদিনী হাসপাতালকে সহযোগিতা করে আসছে।

কুমুদিনী হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা সিরাজগঞ্জের রোগী আফরোজা বেগম (৫০) বলেন, আমি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩০ বছর যাবত অভিশপ্ত জীবন কাটাচ্ছিলাম। এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কুমুদিনী হাসপাতাল ও চিকিৎসকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ঝিনাইগাতী থেকে আসা ফিস্টুলা রোগী মনোয়ারা বেগম (৪৫) বলেন, ২৫ বছর যাবত আমি এই রোগে ভুগছিলাম। সন্তান প্রসব করার সময় আমার এই অসুখ হয়েছিল। এরপর স্বামী আমাকে ছেড়ে চলে যায়। একই কথা জানালেন ৪০ বছর বয়স্কা ফিস্টুলা রোগী ফরিদপুর জেলার শেখ তালুকচর গ্রামের হেলালী

Twenty fistula patients were treated free of cost as usual at Kumudini Hospital. They were all given a new saree and a mobile set so that they could be in touch with the doctors as a follow up. They were all smiles, as if they got a new lease of life.

Kumudini Hospital stood by those ladies who had been living a cursed life due to their suffering because of fistula. Cost of travel from home to hospital and back as well as that of operation are provided free of cost by Kumudini Hospital. Fistula Surgeon Dr Brazin Justan Kafanju from Uganda and a team of another 5 doctors from Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University operated upon and provided medical services to the patients.

At Kumudini Hospital treatment of fistula is carried out throughout the year. The Director of Kumudini Hospital informed that so far more than a hundred fistula patients have been provided free treatment. Fistula Department was inaugurated in Kumudini Hospital in 2005. To provide better services to the fistula patients doctors from abroad were also brought in. A non- governmental organization named Engender provides support in this respect.

A number of patients who arrived at Kumudini Hospital said that they have been suffering from this

বেগম। কেবল বাংলাদেশেই নয়, গোটা বিশ্বেই ফিস্টুলা রোগে আক্রান্ত রোগীদের জীবনের গল্প প্রায় একই রকম যা অত্যন্ত মর্মান্তিক।

গত ৩ নভেম্বর বুধবার কুমুদিনী হাসপাতালে অপারেশনকৃত ফিস্টুলা রোগীদের নিয়ে এক পরামর্শক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। হাসপাতালের উদ্যোগে কুমুদিনী নার্সিং স্কুল এন্ড কলেজ মিলনায়তনে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. এম এ হালিম। এ সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে আলোচনা করেন হাসপাতালের পরিচালক ডা. দুলাল চন্দ্র পোদ্দার ও সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার আবদুল হাই।

কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর হালিম জানান, বিভিন্ন জেলা থেকে আসা ২১ ফিস্টুলা রোগীকে অপারেশনের মাধ্যমে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার পর সামাজিকভাবে তাদের প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশে এই কর্মশালাটির আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে রোগীদের পরনের নতুন শাড়ি ছাড়াও সিমসহ মোবাইল সেট উপহার দেয়া হয় যাতে তারা তাদের চিকিৎসকের কাছ থেকে সময়ে সময়ে চিকিৎসা পরামর্শ পেতে পারেন। ●

disease for 25 to 30 years. This happened during delivery. In many of these cases the husbands desert their wives.

Kumudini Hospital arranged a training programme named Cured Fistula Advocate Training (CFA Training) on operated fistula patients on 3rd November 2015. The workshop arranged by the hospital was conducted in the auditorium of Kumudini Nursing School & College. Prof M A Halim, Principal Kumudini Women's Medical College was the chief guest. Director of Kumudini Hospital Dr Dulal Chandra Podder and Programme Officer Mr Abdul Hai spoke on the occasion. ●

একটি বৃক্ষশালা উদ্বোধন

– প্রকৃতিবিদ দ্বিজেন শর্মা

গত ২৪ অক্টোবর মির্জাপুরের কুমুদিনী চত্বরে বিষ্ণুপদ বৃক্ষশালার উদ্বোধন সম্পন্ন হলো। উপস্থিত ছিলেন কুমুদিনী হাসপাতালের সাবেক পরিচালক ও বৃক্ষশালার রূপকার স্বয়ং ডা. বিষ্ণুপদ পতি, তাঁর স্ত্রী জয়া পতি যিনি কুমুদিনী ট্রাস্টের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ট্রাস্টের বর্তমান কর্ণধার রাজীব প্রসাদ সাহা এবং এখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, শিক্ষক, দুর্গাপূজা উপলক্ষে আসা অতিথি ও ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ভারতেশ্বরী হোমসের শিক্ষক হেনা সুলতানা। অনেকেই বক্তৃতা করেন এবং বলেন বর্তমান পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বৃক্ষরোপণের গুরুত্বের কথা।

বিষ্ণুপদ বৃক্ষশালার পাশে এর রূপকার স্বয়ং ডা. বিষ্ণুপদ পতি ।

ডা. পতি জানান, তিনি চত্বরজুড়ে নানা গাছপালা লাগিয়েছিলেন ফুল ও ফলের, বড় সুন্দর হয়ে উঠেছিল ক্যাম্পাসটি। তখন মাঝে মাঝে এখানে বন্যা হতো। একবার এমন বন্যা হলো যে সবগুলো দালানের একতলা পর্যন্ত জলে ডুবে গেল এবং মারা পড়ল এখানকার বেশির ভাগ গাছপালা। অতঃপর তিনি হাসপাতালের দক্ষিণের খালি জায়গায় মাটি ভরাট করে বানালেন বর্তমান বৃক্ষশালার ভিত ঃ ৩২০ফুট লম্বা, ৬০ ফুট চওড়া ও ৪ ফুট উঁচু। লাগালেন মরে যাওয়া গাছপালার প্রতিটির এক বা একাধিক নমুনা। পরে তাতে যোগ করেছেন ব্যতিক্রমী ধরনের আরও কিছু বৃক্ষ-লতা- গুল্ম। ধন্যবাদ জানালেন শ্বশুর রণদা প্রসাদ সাহা ও সহধর্মিনী জয়া পতিকে, যাঁদের সাহায্য ব্যতীত এটি নির্মিত হতে পারত না। রাজীব প্রসঙ্গক্রমে তাঁর বক্তৃতায় আমাদের আশ্বস্ত করে বললেন, কুমুদিনী কমপ্লেক্সের বিশাল এলাকাটি তিনি ভরে দেবেন আরও গাছপালা লাগিয়ে।

এই বৃক্ষশালায় আছে পঞ্চাশ কি ততোধিক প্রজাতির বৃক্ষ ও লতাগুল্ম। বৃক্ষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অ্যভাকাডো (বড় আমের মতো ফল, পুষ্টিমানে সর্বশ্রেষ্ঠ), দারুচিনি, বোম্বাই বেল, তিন জাতের কাঠগোলাপ, পান্থপাদপ, ধারমার, বেলা বা বনকমল,

গর্জন, ভেফল, অরোকেরিয়া, সাইকাস, বহেড়া, কলকে, কুরচি, নাগলিঙ্গম, স্বর্ণচাঁপা ইত্যাদি। বন বিভাগের দেওয়া কিছু বনবৃক্ষ শনাক্ত করা যায়নি। লতার মধ্যে আছে মালতী, মাধবী, জুঁই, কুন্দ, উলটচন্ডাল, ব্লিডিংহার্ট, কুমারীলতা ও গোল্ডেন শাওয়ার (সোনাঝুরিলতা)। গুল্মের সংখ্যা কম, নানা রঙের রঙ্গন ও মুস্যোদন্ডাই বেশি। আছে ঝাউ, কেও গাছও বাদ পড়েনি। বাগানের একটি কেয়া বা কেতকী সবার নজর কাড়ে, প্রকান্ড ও তাতে অজস্র ঠেকমূলের ঝালর। গোটা এলাকাটা ছায়াঘন, বৃক্ষগুলো ২০-৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচু। প্রায় প্রতিটিতেই লাগানো আছে নামলিপি।

এ ধরনের বৃক্ষশালা বা আরবোরিয়াম আমাদের দেশে আরও আছে কি না আমার জানা নেই। কিন্তু আমি নিশ্চিত কুমুদিনী ক্যাম্পাসের স্কুল, কলেজ ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরা এতে সবিশেষ উপকৃত হবে। এখানে প্রতিদিন নানা কাজে লোকসমাগম ঘটে। আশা করি তাঁরাও নামপত্রশোভিত এই বৃক্ষসংগ্রহটি সাগ্রহে লক্ষ্য করবেন।

বিষ্ণুপদ পতির জন্ম ১৩ মে, ১৯২৭ সালে। মেদিনীপুর জেলার সাবেক তমলুক পরগনায়। ডাক্তারি পাস করেন কলকাতার আর জি কর (রাধাগোবিন্দ কর) মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৫৩ সালে এবং পরের বছর, ১৯৫৪ সালে চিকিৎসক পদে যোগ দেন টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতালে। ১৯৫৯ সালে তিনি রণদা প্রসাদ সাহার কনিষ্ঠ কন্যা জয়া সাহার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৬২ সালে উচ্চশিক্ষার্থে ইংল্যান্ডে যান এবং পরে চাকরি নিয়ে বার্মিংহাম শহরে বসবাস শুরু করেন। ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে জয়াপতি অসুস্থ বাবাকে দেখতে পুত্র-কন্যাসহ দেশে ফেরেন এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এখানে আটকা পড়ে যান। বাবা ও একমাত্র ভাইকে পাকিস্তানি সেনারা ধরে নিয়ে গেলে কুমুদিনী সংস্থা রক্ষার দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তায়। ওই নয় মাস তিনি কীভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন এবং নিজে বেঁচে থাকেন, সে কাহিনি দীর্ঘ। যুদ্ধ শেষে বিধ্বস্ত কুমুদিনী সংস্থা পুনর্গঠনের গুরুদায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয় এবং তিনি সাফল্যের সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করেন। ইতিমধ্যে ডা. পতি পুনর্গঠন কর্মে স্ত্রীকে সহায়তা দেওয়ার জন্য বিলাতের বাস উঠিয়ে কুমুদিনীতে ফেরেন এবং হাসপাতালের হাল ধরেন। চিকিৎসক হিসেবে তিনি শুধু দক্ষই নন, ছিলেন দরিদ্র দরদি ও জনপ্রিয়। অধিকন্তু তাঁর ছিল কৃষি, মৎস্য চাষ ও উদ্যান নির্মাণের ঝোঁক এবং বলা বাহুল্য, কুমুদিনী কমপ্লেক্সের নিসর্গ শোভা তাঁরই একক সৃষ্টি। ১৯৯৯ সালে ডা. পতি ও জয়া পতি অবসর গ্রহণ করেন ও ইংল্যান্ড ফিরে যান।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর দুর্গাপূজা উপলক্ষে কুমুদিনীতে তাঁদের পুনরাগমন এবং এই সুযোগে বিষ্ণুপদ বৃক্ষশালা উদ্বোধন।

অনুষ্ঠান শেষে ডা. পতি ও মিসেস পতিকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে আমরা উদ্যানটি প্রদক্ষিণ করি এবং পূর্বস্থানে ফিরে এলে হেনা সুলতানা বৃক্ষশালার সাইনবোর্ডে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আমাদের আবৃত্তি করে শোনান: হে তরু, এ ধরাতলে রহিব না যবে/ তখন বসন্তে নব পল্লবে পল্লবে/ তোমার মর্মর ধ্বনি পথিকেরে কবে/, 'ভালো বেসেছিল কবি বেঁচে ছিল যবে।'

লেখাটা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু আরেকটু না লিখলে বড় কিছু ত্রুটি থেকে যাবে। বৃক্ষশালার সঙ্গে আমি অনেক দিন জড়িত। ডা. পতির অনুপস্থিতিতে এই গাছগাছালি দেখাশোনা করেছেন হোমসের শিক্ষক উলফাতুন নেছা, নামপত্র লেখায় সহায়তা দিয়েছেন তরুপল্লব সংস্থার সম্পাদক মোকারম হোসেন এবং সব অর্থ যোগান দিয়েছেন রাজীব প্রসাদের মা, কুমুদিনীর আরেক কান্ডারি শ্রীমতী সাহা। নামপত্রগুলো গাছে লাগাতে সাহায্য করেছেন হেনা সুলতানা ও সঞ্চিতা এবং অতিথি হিসেবে আগত স্থপতিদ্বয় তুগলক আজাদ ও সুমন বিশ্বাস। অধিকন্তু ছিল হোমসের সাবেক অধ্যক্ষ প্রতিভা মুৎসুদ্দির সার্বিক সহায়তা। ●

(দৈনিক 'প্রথম আলো'র সৌজন্যে)

মিরপুরে প্রতিবন্ধিতা উত্তরণ মেলায় কুমুদিনীর অংশগ্রহণ

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর তত্ত্বাবধানে গত ৩ থেকে ১০ ডিসেম্বর মিরপুরে সপ্তাহব্যাপী আয়োজিত 'প্রতিবন্ধিতা উত্তরণ মেলা'য় কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অংশগ্রহণ করে। ২৪তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৭তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'একীভূতকরণ: সক্ষমতার ভিত্তিতে সকল প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়ন।'এ উপলক্ষে মেলায় সেমিনার, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ছাড়াও প্রায় ৪০টি সংস্থার পক্ষ থেকে স্টল স্থাপন করা হয়। কুমুদিনীর পক্ষ থেকেও স্থাপন করা হয় মেলার উপযোগী একটি স্টল।

মেলার উদ্বোধনী দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কুমুদিনী নার্সিং স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রীরা নাচ, গান ও নাটিকা পরিবেশন করে। কুমুদিনীর স্টলে সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শিত হয় কুমুদিনীর বিভিন্ন কর্মকান্ডের ওপর প্রামাণ্য চিত্র ও হস্তশিল্প যা দর্শকদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে।

Kumudini Participates in the Disability Development Fair

Kumudini Welfare Trust (KWT) participated in the Disability Development Fair held under the supervision of National Disability Development Foundation under Social Welfare Ministry. The fair was held at Mirpur from 3 to 10 December 2015. This was organized on the occasion of 24th International Disability Day and 17th National Disability Day. The theme for this year was: "Consolidation: Empowerment of all disable people on the basis of capability". On this occasion seminar, discussion meeting and cultural programme were arranged. Around 40 organizations set up stalls in the fair. KWT also put up a stall befitting the occasion.

On the opening day of the fair, students from Kumudini Nursing School & College performed dance, song and drama. Kumudini stall put up display of items produced by Kumudini Handicraft. A video documentary on KWT was also screened.

A video documentary film is being arranged for the spectators at the Kumudini Stall set up at Mirpur, Dhaka in the Disability Development Fair-2015.

উল্লেখ্য, গত দু'বছর থেকে কুমুদিনী হাসপাতাল সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধিতার কারণ ও প্রতিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। একটু সচেতন হলে, শিশুর জন্মের পরই যদি প্রতিবন্ধিতা সনাক্ত করা যায় তবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কিছু কিছু প্রতিবন্ধিতা থেকে শিশুকে অনেকটাই রক্ষা করা সম্ভব। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর শারীরিক প্রতিবন্ধিতা প্রকাশ পায়। ঠোঁট কাটা, তালু কাটা, মুগুর পা এসব এখন আর বড় কোন সমস্যা নয়। অনেক হাসপাতালের মতো কুমুদিনী হাসপাতালে বিনামূল্যে অপারেশনের মাধ্যমে এসবের চিকিৎসা করা হয়।

প্রতিবন্ধিতা রোধ করতে হলে জানতে হবে কেন প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম নেয়। নারী বেশি বয়সে মা হলে প্রতিবন্ধী সন্তান জন্মের আশঙ্কা থাকে। একটি গবেষণায় জানা গেছে ২৫ বছর বয়সী প্রতি ১২০০ গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে একজন, ৩০ বছর বয়সী প্রতি ৯০০ মায়ের মধ্যে একজন আর ৪০ বছর বয়সী প্রতি ১০০ মায়ের মধ্যে একজন প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম হতে পারে।

সাতদিনের এ মেলায় সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও সমাজের অনেক বিশিষ্ট জন উপস্থিত ছিলেন। ●

Since the last two years Kumudini Hospital has been specifically taking up projects relating to disability. It included raising awareness on issues like reason of disability and its mitigation. With a little care only if the disability among children can be identified at an early stage and corrective measures taken they can to a great extent be protected from this curse. At times as the children grow up the physical challenges they face become prominent. Diseases like cleft lip, club leg etc are no longer big problems. Like in other hospitals these can be easily treated at Kumudini Hospital.

To stop disability one must understand why disable children are born. If a lady becomes a mother at an old age, she is more likely to give birth to a disabled child. In a research it has been found that one disabled child is born in every 1200 pregnant women above 25 years; one in every 900 above 30 years and one in every 100 above 40 years.

The seven days long fair was attended by high government officials as well as elites of the society. ●

ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কুমুদিনীর এমডি'র সাক্ষাৎ

MD of KWT Calls on President of India

Hon'ble President of India Shri Pranab Mukherjee enquiring about the welfare activities of Kumudini Welfare Trust when MD of the Trust Mr Rajiv Prasad Shaha and CEO of Kumudini Ports Ltd. Commodore M Farooque (Retd) met him at his official residence in Delhi.

গত ৩০ নভেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা দিল্লীস্থ রাষ্ট্রপতি ভবনে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে আলোচনাকালে রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যয়কে কুমুদিনীর কল্যাণমূলক কাজের খোঁজখবর নেন এবং এ কাজে ভবিষ্যতে কুমুদিনীকে সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ২০১৩ সালের মার্চ মাসে মির্জাপুরে তাঁর কুমুদিনী কমপ্লেক্স সফরের কথা স্মরণ করেন। এ সময় মি. রাজীব প্রসাদ সাহার সঙ্গী ছিলেন কুমুদিনী পোর্টস লি: এর প্রধান নির্বাহী কমডোর এম ফারুক (অবসরপ্রাপ্ত)। ●

Managing Director of Kumudini Welfare Trust (KWT) Mr Rajiv Prasad Shaha had a call on the Hon'ble President of the Republic of India Shri Pranab Mukherjee at his official residence at Rashtrapati Bhavan in Delhi on 30 November 2015. During the discussion the President enquired of the welfare activities of KWT and assured of his support in all its endeavors. He fondly recalled his visit to Kumudini Complex in Mirzapur in March 2013. At the call on, MD KWT was accompanied by Commodore M Farooque (Retd), CEO Kumudini Ports Ltd. ●

সুইডিশ প্রতিষ্ঠানের সাথে কুমুদিনীর সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর

MoU Signed between Kumudini and Swedish Organisation

Officials of Kumudini Welfare Trust and Harida Adult Education of Sweden at the MoU signing ceremony.

গত ২৭ অক্টোবর কুমুদিনীর গুলশানস্থ দফতরে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও সুইডেনের হ্যারিদা এ্যাডাল্ট এডুকেশন এর মধ্যে দুই বছর মেয়াদি একটি সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কুমুদিনীর পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন কুমুদিনী হাসপাতালের পরিচালক ডা. দুলাল চন্দ্র পোদ্দার এবং সুইডেনের প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে এ্যাথেনা প্রকল্পের প্রতিনিধি গ্যাব্রিয়েলা হলবার্গ।

চুক্তি অনুযায়ী হ্যারিদা এ্যাডাল্ট এডুকেশন তাদের এ্যাথেনা (Athena) প্রকল্পের আওতায় কুমুদিনী থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক নার্সিং শিক্ষার্থী সুইডেনে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিবেন এবং অনুরূপভাবে সুইডেন থেকে কোন একটি সেশনে সেখানকার নার্সিং শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ নিতে কুমুদিনীতে আসবেন।

উল্লেখ্য, গত ২৫-৩১ অক্টোবর পর্যন্ত হ্যারিদা এ্যাডাল্ট এডুকেশন এর পক্ষ থেকে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন দলনেতা গ্যাব্রিয়েলা হলবার্গ, ঘাদা শাতি ও জামিল মুস্তফা। সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রতিনিধি দলটি নারায়ণগঞ্জে রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন। তাঁরা নারায়ণগঞ্জের মেয়র ডা. আইভী'র সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। ●

Kumudini Welfare Trust and Harida Adult Education (HAE) from Sweden signed a memorandum of understanding (MoU) at the Gulshan office of KWT on 27 October 2015. The MoU will be valid for two years. It was signed by Dr Dulal Chandra Podder on behalf of KWT while Gabrial Halburg, representative of Athena project signed on behalf of the Swedish organization.

As per agreement Harida Adult Education under Athena project will arrange for a particular number of nurses from Kumudini to be trained in Sweden. Similarly, a group of nurses from Sweden will also come to Kumudini for training.

A three member delegation from Harida Adult Education visited Bangladesh from 25 to 31 October 2015. The team was led by Gabriel Halberg and the other two members were Gada Shanti and Jamil Mustafa. After signing the MoU the delegation visited Ranada Prasad Shaha University at Narayanganj. The delegation met Dr Ivy, the Mayor of Narayanganj and had long discussion with her regarding empowerment of women in Bangladesh. ●

Ranada Prasad Shaha University Campus

- an institution of Kumudini Welfare Trust of Bengal (BD) Ltd.

দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার ১১৯তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত

গত ২২ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার ১১৯তম জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়। এ উপলক্ষে কেক কাটা ও বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা প্রফেসর ডক্টর দুর্গাদাস ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মনীন্দ্র কুমার রায়, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মুহাম্মেদ ফারুক ও ডক্টর নীলিমা চৌধুরী, প্রধান, ব্যবসা প্রশাসন বিভাগ । বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বক্তারা বলেন, বর্তমান আদর্শের সংকটের যুগে রণদা প্রসাদ সাহা হতে পারেন আমাদের আদর্শ। বক্তারা আরো বলেন যে, আরপিএসইউ-এর শিক্ষার্থীরা সত্যিই ভাগ্যবান এমন একজন মহামানবের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ গ্রহণ করে । ●

Acting VC of RPSU Prof Dr Manindra Kumar Roy is speaking on the birth anniversary programme of R P Shaha. Prof Dr Durgadas Bhattacharya, Adviser of RPSU is seen sitting beside him.

119th Birth Anniversary of R P Shaha Observed

The 119th birth anniversary of the founder of Kumudini Welfare Trust philanthropist R P Shaha was celebrated in the campus of Ranada Prasad Shaha University. The adviser to the Board of Trustees of RPSU, Prof Dr Durgadas Bhattacharya cut the cake and inaugurated the programme. In his speech Prof Bhattacharya highlighted the principles that guided the lifestyle of R P Shaha. Among others the Acting Vice Chancellor Prof Dr Monindra Kumar Roy and Chairperson, Business Administration Dr Nilima Chowdhury also spoke on the occasion. Students, teachers, officers and employees of RPSU joined in the

চেয়ারম্যানসহ বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের আরপিএসইউ পরিদর্শন

গত ৯ ডিসেম্বর কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয় (আরপিএসইউ)-এর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিদর্শনে যান। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরপিএসইউ-এর উপদেষ্টা প্রফেসর ডক্টর দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মাহবুব আল নূর ও মুহাম্মেদ ফারুক। ●

Mr Rajiv Prasad Shaha, Chairman, Board of Trustees of RPSU presiding over a meeting with the adviser, teachers, officials and members of Board of Trustees of RPSU.

Chairman and Members of Board of Trustee Visit RPSU

The Managing Director of Kumudini Welfare Trust and the Chairman of the Board of Trustees (BoT) of Ranada Prasad Shaha University (RPSU) Mr Rajiv Prasad Shaha along with the members of BOT visited RPSU on 9 Dec 2015. Among others the Adviser to the RPSU Prof Dr Durgadas Bhattacharya, members of the BoT Mr Mahbub Al Nur and Mr Muhammed Farooque were present. ●

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

গত ১৪ ডিসেম্বর ছিল শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে পাক হানাদার দেশের বরেণ্য বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা মিলে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে শিক্ষক, গবেষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, বিজ্ঞানী, কবি সাহিত্যিকসহ সকল শ্রেণির বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। এ হত্যাযজ্ঞের ধারাবাহিকতায় বিশেষ করে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রখ্যাত পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে ঢাকার রায়ের বাজারের বদ্ধ ভূমিতে ফেলা দেয়া হয়।

A procession of both teachers and students of RPSU is advancing to offer flower wreaths at '71 ar Deyal.'

রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ গভীর শ্রদ্ধার সাথে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসটি স্মরণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে অবস্থিত '৭১ এর দেয়াল' -এ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের খন্ডকালীন শিক্ষক প্রফেসর ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী ও ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের প্রধান ড. নীলিমা চৌধুরীসহ অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিতবৃন্দ। ●

Martyred Intellectuals Day Observed

Every year Martyred Intellectuals Day is observed on the 14th of December. Just before the independence of the country, the Pakistani occupation Army in collusion with the local collaborators started killing the intellectuals of the country. In this cruel act they indiscriminately killed the renowned teachers, researchers, doctors, engineers, journalists, scientists, poets, literary personalities and others to make the newly independent country devoid of intellectuals.

Specially on the 14 of December 1971 the Pakistan Army and their collaborators rounded up and killed a number of professionals as well as intellectuals and dumped their dead bodies at Rayer Bazar in Dhaka. The teachers and students of Ranada Prasad Shaha University (RPSU) remembered the day with deep respect and emotion. The students of RPSU led by Prof Dr Bhismadev Chowdhury and Associate Prof Dr Nilima Chowdhury laid floral wreaths at the *'71 ar Deyal'* in honour of the martyred intellectuals. ●

বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত

Acting VC of RPSU Prof Dr Manindra Kumar Roy is offering flower wreaths at the Shaheed Minar at Chashara in Narayanganj. Faculties and staffs of the university were present.

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গত ১৬ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মনীন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা কর্মচারীরা শহরের চাষাড়ায় অবস্থিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। ●

Victory Day Observed

The Victory Day was celebrated by the students of Ranada Prasad Shaha University (RPSU). On this occasion the students, teachers, officers and employees of the university under the leadership of the Acting Vice-Chancellor Prof Dr Manindra Kumar Roy laid floral wreaths at the Shaheed Minar at Chashara in Narayanganj. ●

মির্জাপুরে বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত

Victory Day Celebrated at Mirzapur

Studens of Bharateswari Homes rendering songs on our 44th victory Day.

গত ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মির্জাপুরে কুমুদিনী প্রাঙ্গণে মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়। কুমুদিনী হাসপাতালের প্রধান ফটকে সকাল ৭টায় পতাকা উত্তোলন করেন হাসপাতালের পরিচালক ডা. দুলাল চন্দ্র পোদ্দার। এসময়ে কুমুদিনী মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রীরা জাতীয় সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুমুদিনী হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

সকাল ৮ টায় ভারতেশ্বরী হোমসের অধ্যক্ষা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান শুরু করেন। এসময় ছাত্রীরা জাতীয় সঙ্গীত পবিবেশন করে। পরে ছাত্রীরা পিপিএম হলে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাষা সৈনিক প্রিন্সিপাল প্রতিভা মুৎসুদ্দি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই দেশাত্মবোধক গান দিয়ে সাজানো 'স্বপ্নের ঠিকানা' শীর্ষক একটি গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশ করে ছাত্রীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উদ্দীপনামূলক ঐতিহাসিক সঙ্গীতের মাধ্যমে। এ উপলক্ষে হোমসের ছাত্রীরা 'অভিজ্ঞান' নামে একটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, দিনটি ছিল প্রিন্সিপাল প্রতিভা মুৎসুদ্দির জন্মদিন। জন্মদিনে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান হোমসের ছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ। ●

On 16 December the programme of the Victory Day began with the raising of the national flag. At the main gate of Kumudini Hospital the national flag was raised at 7 in the morning by the Director of the hospital Dr Dulal Chandra Podder. The students of Kumudini Women's Medical College and Kumudini Nursing School & College sang the national anthem during the flag raising ceremony. The attendees included doctors, nurses, officers and employees of KWT.

At Bharateswari Homes the programme began at 8 in the morning with the raising of the national flag by the Principal. During the flag raising the students sang the national anthem. Later the students organized a discussion meeting followed by a cultural show. The chief guest on the occasion was Principal Protiva Mutsuddy. The cultural programme began with the presentation of a dance-drama named "Search of a Dream". The students also danced to the tune of patriotic songs which were being aired by Swadhin Bangla Betar Kendra during the war of liberation. The students of Homes also brought out a wall paper on this occasion. The day was incidentally the birth day of Principal Protiva Mutsuddy. She was felicitated by the students, teachers and officers and employees. ●

ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দিবস
কুমুদিনীর পরিচালক ও এমডি আমন্ত্রিত

Victory Day Celebration at Fort William
MD and Director of KWT Invited

Victory Monument at Fort William, Kolkata.

Mrs Srimati Shaha and Mr Rajiv Prasad Shaha attended a reception at Fort William.

গত ১৬ ডিসেম্বর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়েছে বাংলাদেশের ৪৪তম বিজয় দিবস বার্ষিকী। কলকাতায় বাংলাদেশ উপ হাইকমিশন ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড বার্ষিক এই বিজয় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সেনাসদর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে আয়োজিত তিন দিনের বিজয় উৎসবে বাংলাদেশ থেকে যোগ দেন ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা, ৬ জন সেনা কর্মকর্তা এবং তাঁদের পরিবার। বাংলাদেশের ৬৮ জনের এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যাদের মধ্যে শহীদ পরিবারের সদস্য হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিচালক শ্রীমতী সাহা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা। উল্লেখ্য, শ্রীমতী সাহা কুমুদিনীর দুই প্রাণপুরুষ শহীদ দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার পুত্রবধু ও শহীদ ভবানী প্রসাদ সাহার স্ত্রী এবং রাজীব প্রসাদ সাহা শহীদ রণদা প্রসাদ সাহার একমাত্র পৌত্র।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদদের স্মরণে ফোর্ট উইলিয়ামে স্থাপিত 'বিজয় স্মারক'-এ যৌথভাবে বাংলাদেশের আমন্ত্রিত মুক্তিযোদ্ধা, ভারতের প্রবীণ যুদ্ধ বিশারদ এবং সে দেশের ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি লে.জে. প্রবীণ বক্‌শীর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর অফিসারবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

অনুষ্ঠানে ১৯৭১ সালের বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডের ভূমিকাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হয় এবং দুই দেশের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করা হয়। ●

On the 16th of December 2015 the 44th anniversary Victory Day of Bangladesh was celebrated at Kolkata of West Bengal, India. The Bangladesh Deputy High Commission at Kolkata and the Eastern Command of the Indian Army jointly organizes this event every year.

The three days long celebration was arranged at Fort William of Kolkata which is the Headquarters of the Eastern Command of the Indian Army. The participants from Bangladesh included 30 freedom fighters, 6 armed forces officers and their spouses. The 68 member Bangladesh delegation was led by food minister Mr Kamrul Islam. As member of shaheed family the MD of KWT Mr Rajiv Prasad Shaha and Director of KWT Mrs Srimati Shaha also joined in the celebration.

The programme began with the laying of the floral wreaths at the Victory Monument by the invited guests from Bangladesh, war veterans of India and GOC-in-C of the Eastern Command of the Indian army Lt General Praveen Bakshi.

Rich tributes were paid to the memory of the Bengali freedom fighters and those participants of the Indian Army belonging to the Eastern Command in 1971. A minute of silence was observed in memory of the shaheeds. ●

মুক্তিযুদ্ধের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় হোমসের দুই ছাত্রীর কৃতিত্ব

Two Students of Homes Win Awards in Painting on Liberation War

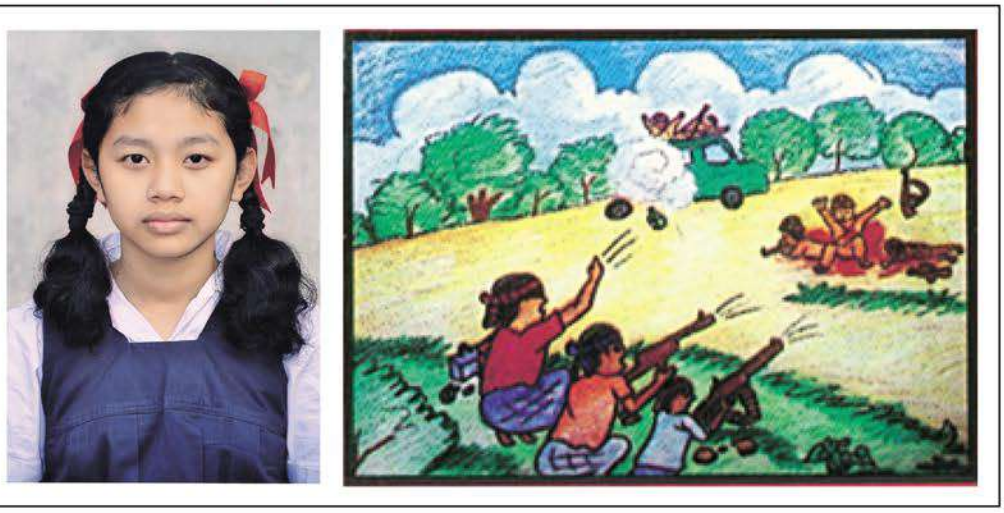

First prize winner Parami Chakma with her painting.

সম্প্রতি মির্জাপুর উপজেলা প্রশাসন আমাদের ৪৪তম বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে মির্জাপুরের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 'মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়' এই বিষয়ের ওপর একটি আগাম ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে অন্যান্যদের মধ্যে ভারতেশ্বরী হোমসের আগ্রহী ছাত্রীরাও অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় হোমসের ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী পারমী চাকমা ১ম এবং ৮ম শ্রেণির ছাত্রী অন্তরা সাহা প্রাপ্তি ২য় স্থান অধিকার করে। মির্জাপুর পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির ছাত্রী সুমাইয়া সুলতানা প্রতিযোগিতায় ৩য় হয়। উল্লেখ্য, মির্জাপুর উপজেলা প্রশাসন 'বিজয় দিবসঃ ২০১৫' উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁদের মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্রে ১ম পুরস্কারপ্রাপ্ত পারমী চাকমার মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ছবিটি প্রচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করে যা উক্ত ছাত্রী তথা ভারতেশ্বরী হোমসের জন্য নি:সন্দেহে একটি গৌরবের বিষয়। ●

On the occasion of the 44th anniversary of Victory Day the Upazila Administration of Mirzapur organized an art competition in advance among the school students on the theme `Liberation War and Victory'. Among others, students from Bharateswari Homes also participated. Bharateswari Homes student Parami Chakma of Class VI and Antara Saha of Class VIII came out 1st and 2nd respectively. Sumaya Sultana a student of Class VII from Mirzapur Pilot Girls High School came out 3rd. The painting of the 1st prize winner Parami Chakma has been used as the backdrop on the Victory Day invitation card printed by the district administration. This is indeed a matter of pride both for the winning student as well as Bharateswari Homes. ●

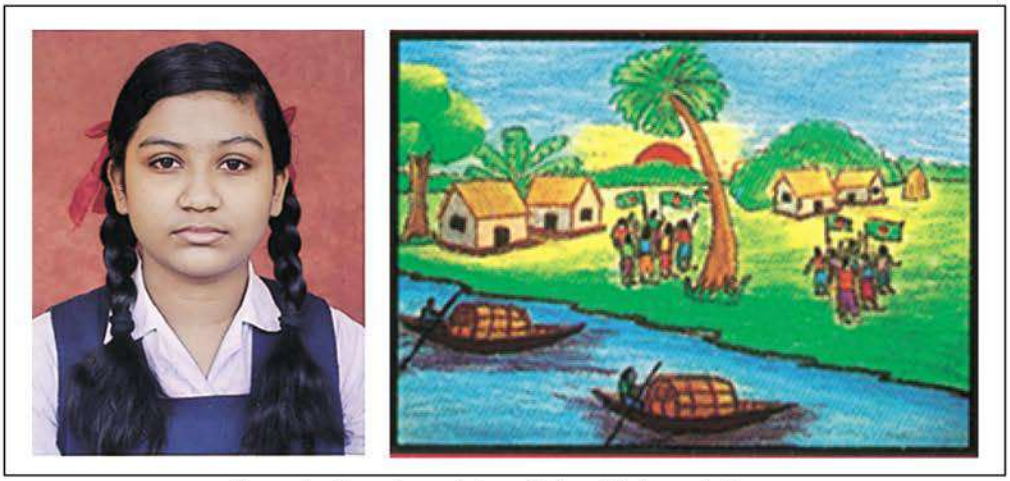

Second prize winner Antora Saha with her painting.

টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্যমেলায় কুমুদিনীর অংশগ্রহণ

Kumudini Participates in Health Fair

Fistula Counseling Centre of Kumudini set up at Health Fair in Tangail.

গত ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের জেনারেল হাসপাতাল চত্বরে আয়োজিত 'নারীবান্ধব হাসপাতাল' কর্মসূচি বিষয়ক স্বাস্থ্যমেলায় কুমুদিনী হাসপাতালের পক্ষ থেকে একটি স্টল স্থাপন করা হয়। এই স্টল থেকে বিনামূল্যে মায়েদের 'প্রসবজনিত ফিস্টুলা' রোগের চিকিৎসাসেবায় কুমুদিনী হাসপাতালের ভূমিকা সম্পর্কে মেলায় আগত দর্শনার্থীদের অবহিত করা হয়।

মেলায় মোট নয়টি স্টল স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। দু' দিনের এ মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও ছিল নারীদের স্বাস্থ্যসেবায় সংযুক্তকরণের বিষয়ে আলোচনা সভা। গত ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত আলোচনায় কুমুদিনী হাসপাতালের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মো. আবদুল হাই অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া হাসপাতালের পক্ষ থেকে মেলায় অংশগ্রহণ করেন প্রজেক্ট অফিসার অপু বিশ্বাস ও সিনিয়র স্টাফ নার্স দয়া সাহা। ●

Health Fair was held in the premises of Tangail General Hospital on 22 and 23 December 2015. The programme focused on `Women Friendly' hospital where Kumudini had also set up a stall. At the stall the visitors were informed of the free services provided by Kumudini for patients suffering from `Birth Related Fistula'.

Different organizations participated in the fair through setting up of nine stalls. The two days long programme included cultural show as well as discussion on inclusion of women in health services. On the 2nd day of the programme Senior Programme Officer of Kumudini Mr Md Abdul Hai participated in the discussion. In addition on behalf of Kumudini Hospital Project Officer Apu Biswas and Senior Staff Nurse Doya Saha also participated. ●

ভারতেশ্বরী হোমসে বার্ষিক মেধা পুরস্কার বিতরণ

Merit Awards Distributed Among Students of Homes

Mrs Joya Pati is seen distributing merit award to a student while Principal Protiva Halder is helping her. Others on the stage are : (L-R) Dr Bishnupada Pati, Ms Protiva Mutsuddy, Mrs Hena Saha and Mrs Srimati Shaha.

গত ২ নভেম্বর ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীদের মধ্যে বার্ষিক মেধা পুরস্কার বিতরণ করা হয়। হোমসের পিপিএম হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস জয়া পতি ও কুমুদিনী হাসপাতালের সাবেক পরিচালক ডা. বিষ্ণুপদ পতি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতেশ্বরী হোমসের সাবেক অধ্যক্ষা মিসেস হেনা সাহা। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুমুদিনী পরিবারের বিশেষ বন্ধু সমাজকর্মী মোখলেস আলম হেলাল, লাডলী ফয়েজ ও রত্না সিনহা। অতিথিবৃন্দ পপিএম হলে এলে তাঁদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেয় হোমসের ছাত্রী সংসদের সদস্যরা।

পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে হোমসের ছাত্রীরা একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর আগে অধ্যক্ষা প্রতিভা হালদার স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এরপর প্রধান অতিথিদ্বয় কৃতী ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

যেসব ছাত্রী মেধা অনুসারে সরকারি বৃত্তি পায় এবং পরবর্তী বছরে কৃতিত্ব অর্জন করে তাদেরকে কুমুদিনী এ্যাওয়ার্ডের প্রদান করে উৎসাহিত করা হয়। এ বছর কুমুদিনী এ্যাওয়ার্ডরে তালিকায় ছিল ১৬ ছাত্রী।

মিসেস জয়া পতি ও ডা. বিষ্ণুপদ পতির যৌথ নামে ২০০৪ সালের ২৪ নভেম্বর ভারতেশ্বরী হোমসের মেধাবী ছাত্রীদের বৃত্তি দেয়ার জন্য 'জয়াবিষ্ণু ফাউন্ডেশন' গঠন করা হয় এবং ২০০৫ সাল থেকে এই ফাউন্ডেশন থেকে বৃত্তি প্রদান করা শুরু হয়। এ বছর জয়াবিষ্ণু ফাউন্ডেশন থেকে ১৯ ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

Annual Merit Prize Distribution of Bharateswari Homes was held at the PPM Hall of the institution on 2 November 2015. The chief guest on the occasion was the former Managing Director of KWT Mrs Joya Pati and the former Director of the Kumudini Hospital Dr Bishnupada Pati. Former Principal of Bharateswari Homes Mrs Hena Saha was the special guest. Among others friend of Kumudini and renowned social worker Mukhles Alam Helal, Ladli Fayez and Ratna Sinha were also present. The guests were greeted with flower bouquet by the students of Homes student union.

Students of Bharateswari Homes presented an entertaining cultural show on the occasion. Principal Protiva Halder delivered the welcome address. The chief guests distributed prizes among the winners.

Those students who earn government scholarship by dint of merit and do well in the following year are given Kumudini award as an encouragement. This year 16 students received Kumudini award.

In the name of Mrs Joya Pati and Dr Bishnu Pati `JoyaBishnu' foundation was created on 24 November 2004 to provide scholarship to the meritorious students. This year 19 students were given scholarship from `JoyaBishnu' foundation.

ভারতেশ্বরী হোমসের সাবেক অধ্যক্ষা এবং বর্তমানে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিচালক একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল প্রতিভা মুৎসুদ্দি ২০০২ সালে তাঁর পরলোকাত মা-বাবা'র নামে 'শৈলকিরণ ফাউন্ডেশন' গঠন করেন। এবারে সাত ছাত্রীকে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয় এই ফাউন্ডেশন থেকে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মিসেস জয়া পতি ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এ প্রতিষ্ঠান তোমাদের। তোমরাই একে প্রাণবন্ত করে রাখবে তোমাদের মননশীল মেধা ও কাজ দিয়ে। অপর প্রধান অতিথি ডা. পতির কণ্ঠেও শোনা যায় মিসেস পতির বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রীদের প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল হতে বলেন। বিশেষ অতিথি সাবেক অধ্যক্ষা হেনা সাহা তাঁর কর্ম জীবনের স্মৃতিচারণ করেন এবং ছাত্রীদের আশীর্বাদ জানিয়ে বলেন, জেঠামণি দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার আদর্শের প্রতিষ্ঠান ভারতেশ্বরী হোমসের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক অনন্তকাল এই আমার প্রত্যাশা।

ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রিন্সিপাল প্রতিভা মুৎসুদ্দি এবং কুমুদিনীর অন্যতম পরিচালক শ্রীমতী সাহা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শম্পা সাহা, রুদ্র, ঋদ্ধি, রাহী এবং কমপ্লেক্সে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। ●

Former Principal of Bharateswari Homes, recipient of Ekashu Padak and presently Director of KWT Principal Protiva Mutsuddy instituted `ShailaKiron' foundation in the name of her parents in 2002. This year seven students were awarded scholarship from this foundation.

In her address as chief guests Mrs Joya Pati told the students that Barateswari Homes belonged to them. They could only keep this place lively through their merit and work. The other chief guest Dr Pati also echoed the same feelings. Along with studies he asked the students to be more caring with the environment. As the special guest, former Principal Hena Shaha while reminiscing her professional life prayed for R P Shaha and hoped that the principles on which Bharateswari Homes was created would live forever and keep moving forward. Principal Protiva Mutsuddy and Director of KWT Mrs Srimati Shaha also spoke on the occasion. The programme was also attended by Shampa Shaha, Rudra, Reedhi, Rahi, teachers, officers and employees of different educational institutions located at Kumudini Complex. ●

ভারতেশ্বরী হোমসে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

গত ৩ সেপ্টেম্বর ভারতেশ্বরী হোমসে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ দিন সকাল ১১টায় হোমসের পিপিএম হলে এ উপলক্ষে বিজয়ী ছাত্রীরা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান, লোক ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত, লোক নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক ও অভিনয় বিষয়ে পাঁচটি গ্রুপের মোট ১৮০ ছাত্রী পুরস্কার অর্জন করে।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসক মো. মাহবুব হোসেন। তিনি কৃতী ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, তোমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছ যা অহংকার করার মতো। এর সুনাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে আছে। বক্তব্যে তিনি দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

Deputy Commissioner of Tangail Mr Md Mahbub Hossain speaking at the Literary and Cultural Competition.

এ অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন টাঙ্গাইল জেলা সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা গোলাম কাজী আহাদ, মির্জাপুর জেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাসুম আহম্মেদ, মির্জাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মাইনউদ্দিন। ●

Literary and Cultural Competition at Homes

Prizes were distributed among the winners of the Literary and Cultural Competition held at Bharateswari Homes on 3 September 2015. On this occasion the prize winners arranged a cultural show at PPM Hall. A total of 180 students divided into five groups received the awards. The events of the competition were Tagore song, Nazrul song, patriotic song, folk and devotional song, folk dance, poem recitation, extempore speech, debate and acting.

The chief guest of the prize distribution ceremony was the Deputy Commissioner of Tangail Md Mahbub Hossain. Speaking on the occasion the DC reminded the students of the pride in studying in a renowned institution like Bharateswari Homes which is widely known at home and abroad. He paid rich tributes to the memory of philanthropist R P Shaha.

Among others the Senior Information Officer of Tangail Mr Golam Kazi Ahad, the Executive Officer of Mirzapur district Md Masum Ahmed and the Officer-in-Charge of Mirzapur Thana Md Mohiuddin also spoke on the occasion. ●

কুমুদিনীর ঐতিহ্যবাহী শারদোৎসব

Students of Bharateswari Homes performing a rhythmic dance with devotional song before goddess Durga.

কুমুদিনী কল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার মির্জাপুরের পৈতৃক বাড়ির দেব মন্দিরে গত ১৯ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবর বাঙ্গালি হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। মন্দিরের কোল ঘেসে প্রবাহমান লৌহজং নদীতে গত ২৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় প্রতিমা নিরঞ্জনের মধ্যে দিয়ে পাঁচদিন ব্যাপী এ উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

উৎসবের প্রতিদিন দেশবিদেশের শত শত দর্শনার্থী মণ্ডপে পূজা দেখতে আসেন। পূজা উপলক্ষে কুমুদিনীর পক্ষ থেকে প্রতিবারের মতো দরিদ্রদের মধ্যে অন্নবস্ত্র ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অন্যান্য দর্শনার্থীদের মধ্যেও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বস্ত্র ও প্রসাদ বিতরণের ধারাটির প্রচলন করে যান রণদা প্রসাদ সাহা স্বয়ং। বস্ত্র ও প্রসাদ বিতরণের মহৎ কর্মে এবার উপস্থিত ছিলেন রণদা প্রসাদ সাহার কনিষ্ঠ কন্যা লন্ডন প্রবাসী মিসেস জয়া পতি ও তাঁর জামাতা ডা. বিষ্ণুপদ পতি। সঙ্গে ছিলেন পতি দম্পতির কন্যা লন্ডন প্রবাসী ডা. ঝুমুর পতি, জামাতা সুরাজু দত্ত ও নাতনি নীলা।

পূজা উপলক্ষে কুমুদিনী হাসপাতালের রোগী এবং ট্রাস্টের সকল প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছরের মত যথারীতি উৎসব খাবার পরিবেশন করা হয়। পূজার দিনগুলিতে প্রতি সন্ধ্যায় বিপুল দর্শকের উপস্থিতিতে মন্দির প্রাঙ্গণে নির্বাচিত শিল্পীদের ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে আরতি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, শারদোৎসবের দিনগুলোতে কুমুদিনী কমপ্লেক্সসহ সমগ্র মির্জাপুর গ্রামটি আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। মির্জাপুর পৌরসভাসহ উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে এবার মোট ২৩৩টি পারিবারিক ও বারোয়ারি দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ●

Celebration of Durga Puga at Kumudini

Holy Durga Puja, the greatest of the religious festivals of Bengali Hindu community was celebrated at the temple in the village home of R P Shaha from 19 to 23 October 2015. The festival ended with the immersion of the idol in the river Lauhajang that flows along the temple.

The Puja celebration attracted thousands of visitors from home and abroad every day. As in the past clothes and food were distributed among the poor at the temple premises. The guests were also offered different type of sweats. The tradition of distribution of food and clothes was introduced by R P Shaha himself. This year Mrs Joya Pati and Dr Bishnu Pati, daughter and son-in-law of R P Shaha were present during the distribution of clothes and food. London resident Dr Jhumur Pati, her husband Mr Suraju Dutta and their daughter Nila were also present on the occasion.

As always improved diet was served to the patients of Kumudini Hospital as well as employees of KWT on the occasion of Durga Puja. During the five day long Puja festival devotional songs as well as dance performances were arranged.

Along with the residents of Kumudini Complex the entire village was in a festive mood during the Puja. This year a total of 233 puja pavilions were set up in 14 Unions of Mirzapur Upazila. ●

Solo dance by Neela.

কুমুদিনীর দুর্গা প্রতিমার নির্মাণ শিল্পী শঙ্কর পাল

শঙ্কর পাল একজন প্রতিমা শিল্পী। মির্জাপুর গ্রামের পৈতৃক বাড়িতে রণদা প্রসাদ সাহা প্রতিষ্ঠিত শ্বেত পাথরের মন্দিরে দুর্গা দেবীর অবয়বে তুলির শেষ টানের কাজে তিনি ছিলেন মগ্ন। দেবীর গ্রীবায় অতসী ফুলের মতো রঙের পোছ দিতে দিতে বলছিলেন মূর্তি গড়ার সমগ্র কাজটির মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজটিই হলো চক্ষুদানের মুহূর্তটি। চক্ষুদানের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটিতে শিল্পীর মনোযোগের ব্যত্যয় হলেই সর্বনাশ। শিল্পীর ভাবনার প্রসন্না দেবী তখন হয়ে যেতে পারেন রুদ্রাণী কিংবা ভয়ংকরা যা শিল্পী আদৌ চাননি। ধরুন মূর্তিটি গড়া হয়েছে বরাভয় বা আশীর্বাদ দানের ভঙ্গিতে কিন্তু শিল্পীর অমনোযোগিতায় যদি সেটির চোখে খ্যাপীর ভাব ফুটে ওঠে তাহলে অসামঞ্জস্যের সমাধান কীভাবে হবে। শেষ মুহূর্তের কাজ, হাতে নেই সময়,নতুন করে মূর্তির 'পোজ' ঠিক করারও অবকাশ নেই। মহাসংকট। এজন্যই শিল্পীরা

চক্ষুদানের সময়টিতে কোলাহল এড়িয়ে চলেন, চক্ষুদানের কাজটি চলে নৈ:শব্দে।

শিল্পী শঙ্কর পাল কুমুদিনী পরিবারের দুর্গা প্রতিমা গড়ছেন অনেক বছর ধরে। শরতের প্রকৃতি আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে দিয়ে শিল্পীকে যেন আহবান করে প্রস্তুত হওয়ার জন্য। জেঠামণি রণদা প্রসাদ সাহার মন্দিরের প্রতিমা নির্মাণ করা ছাড়াও অন্যান্য মন্দিরের প্রতিমা তৈরি করেন তিনি। চাহিদা অনুযায়ী গড়েন নানা 'থিম' এর প্রতিমা। কিন্তু এখানকার প্রতিমার গড়ন সনাতনী ধাঁচের। প্রায় শতবছরের পুরনো এ বাড়ির পূজা। শুদ্ধতা রক্ষা করে এক কাঠামোয় এক চালায় নির্মিত হয় দশভুজা দুর্গাদেবীর পারিবারিক সঙ্গীদের মূর্তি- গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি। শঙ্কর পাল বলছিলেন, মূর্তি গড়ার শিল্পটি আসলে একটি গুরুমুখী শিক্ষা। সে অনেক দিনের কথা। বাপ-ঠাকুরদার হাত ধরে তিনি একাজ শিখেছেন, জেঠামণির বাড়ির প্রতিমা গড়ার কাজে যুক্ত থেকেছেন। এখন তাকে এ কাজে সহযোগিতা করে একমাত্র পুত্র দীপঙ্কর ও ভাতিজা অমিত। দু'জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ভবিষ্যতে তারা পারিবারিক পেশায় যুক্ত হবে কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সরকারি নাকি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কাজে জড়িয়ে পড়ে কে জানে। প্রতিমা গড়ার কাজ বড় পরিশ্রমের কাজ। সৃষ্টিশীল কাজ মাত্রই পরিশ্রমের। দিনরাত পরিশ্রম করতে হয়। প্রকৃতি বৈরী হলে তো দুশ্চিন্তার শেষ নেই। রৌদ্র ঝলমল আবহাওয়া প্রতিমা নির্মাণের সহায়ক। বৃষ্টি-বাদলা বড় বাধা। এবার অবশ্য প্রকৃতি বড়ই সহায় ছিল।

শিল্পী শঙ্কর পাল দুর্গোৎসবের প্রতিমা নির্মাণে মগ্ন।

ব্রহ্মশক্তির কৃপা নিয়ে শঙ্কর পাল প্রতিমা গড়ার কাজে হাত লাগান বলে জানালেন। কল্যাণময়ী মা দুর্গার ভেতর আছে দশরূপের সমাহার। সৌন্দর্য, গুণ, ক্ষমতা, শক্তি ও নানা ঐশ্বর্যমণ্ডিত দেবীর সর্বজয়া রূপটি ফুটিয়ে তুলবার জন্য যে একাগ্রতা দরকার শঙ্কর পালের দিনরাত্রির শ্রম দেখলেই তা বোঝা যায় । দশভুজার মুখটি পূর্ণশশীর মতো সুন্দর, দশপ্রহরণধারিনী দুর্গা হলেন দশদিক রক্ষাকারিনী। শঙ্করবাবু বলেন, ত্রিনয়নী দুর্গার একটি নয়ন চন্দ্রস্বরূপ, দ্বিতীয়টি সূর্যস্বরূপ এবং তৃতীয়টি জ্ঞানস্বরূপ। এই আধ্যাত্মিক ভাবনাকে মূর্তির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হয়। জেঠামণির বাড়ির প্রতিমা নির্মাণে শঙ্করবাবু কিন্তু অনেক বেশি সতর্ক থাকেন। এই ঐতিহ্যবাহী মন্দিরের প্রতিমা গড়ার কাজে হেলাফেলা চলে না। এখানকার প্রতিমার আকৃতি বেশ বড় হয়, বেদিতে তোলার পর এর উচ্চতা দাঁড়ায় ১২ফুট। এ প্রসঙ্গে শিল্পী তার একটা সুবিধার কথা জানালেন। তার বাড়িটি মির্জপুর গ্রামে কুমুদিনী চত্বর লাগোয়া পাল পাড়ায়। এ নৈকট্য পরম যত্ন সহকারে কুমুদিনীর প্রতিমা নির্মাণে তার বড়ই সহায়ক হয় বলে শিল্পী মনে করেন। ●

শুভ বড়দিন উদ্‌যাপিত

পঁচিশে ডিসেম্বর শুভ বড়দিন। দিনটিকে অর্থপূর্ণ করার জন্য কুমুদিনী প্রাঙ্গণে গত ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর দু' দিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা রোহিণী সাহা। বহু গণ্যমান্য অতিথির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ফাদার ফ্রাংক কুইনিভালে সিএসসি (Frang Quinivale csc)।

বড়দিন খ্রিস্টান ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবের দিন। এই দিনে খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্ট বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রিস্ট ধর্মালম্বীরা মনে করেন সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রচার এবং মানব জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার জন্য যিশু জন্ম নিয়েছিলেন। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের খ্রিস্টান ধর্মানুসারীরাও এ দিনটি আনন্দ উৎসব ও প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপন করেন।

ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখ ঘড়িতে রাত ১২টা ১মিনিট বাজার সঙ্গে সঙ্গে কুমুদিনীর গির্জায় অনুষ্ঠিত হয় বড়দিনের বিশেষ প্রার্থনা ও যিশুর আত্ম উৎসর্গ স্মরণে 'খিস্ট জাগ্' অনুষ্ঠান। প্রার্থনা পরিচালনা করেন ফাদার ফ্রাংক কুইনিভালে সিএসসি। ঐ দিন সকাল ৭ টায় কুমুদিনীর গির্জায় পুনরায় অনুষ্ঠিত হয় বড়দিনের প্রার্থনা।

Merry Christmas Celebrated

25th December, Merry Christmas Day. To celebrate the occasion Kumudini organized a two days long programme on 24 and 25 December. The chief guest on the occasion was Rohini Shaha, the eldest daughter of Mr Rajiv Prasad Shaha, MD of KWT. Father Frang Quinivale csc spoke on the occasion where a number of personalities were present.

Christmas Day is the greatest festival of the Christian community. On this day Jesus Christ was born at Bethlehem in Jerusalem. The followers of Christianity believe that Jesus was born to guide humanity to the path of truth and justice. Like in all other parts of the world the Christian community in Bangladesh celebrates this day with due fervour and solemnity.

The celebration of the day began at one minute past midnight on 25th December with special prayers being offered at the church at Kumudini Complex. The prayer was conducted by Father Frang Quinivale csc. On the same day at 7 in the morning a second prayer was held at Kumudini church. On this occasion a big cake was presented from KWT. The cake was cut by Rohini Shaha. This was followed by joyful celebration and Christmas Carol.

এ উপলক্ষে কুমুদিনীর পক্ষ থেকে একটি বিশাল কেক উপহার দেয়া হয়। কেক কাটেন প্রধান অতিথি রোহিণী সাহা। এরপর শুরু হয় আনন্দ উৎসব ক্রিসমাস ক্যারল।

Rohini Shaha is seen cutting Christmas cake while Father Frang Quinival csc is helping her.

খ্রিস্টান ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি রহস্য প্রচার ও মানব জাতির ত্রাণ করবার জন্য ২০১৫ বছর পূর্বে মানব বেশে ঈশ্বর পুত্র যিশুর পৃথিবীতে আগমনের এ বিষয়কে কেন্দ্র করে কুমুদিনীর 'আনন্দ নিকেতন' মিলনায়তনে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেন সিস্টার তেরেজা রোজারিও। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সবশেষে সমবেত কীর্তনে মুখরিত হয় 'আনন্দ নিকেতন'।

বড়দিন উপলক্ষে কুমুদিনী হাসপাতালে রোগীদের উৎসব খাবার পরিবেশন করা হয়। খাবার পরিবেশন করেন রোহিণী সাহা। এ সময়ে কুমুদিনীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের পরিচালক অধ্যক্ষা প্রতিভা মুৎসুদ্দি ও শ্রীমতী সাহা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা এবং কুমুদিনী হাসপাতালের পরিচালক ডা. দুলাল চন্দ্র পোদ্দার। ●

A drama was staged at the Ananda Niketan auditorium of Kumudini Complex to celebrate the birth of Jesus Christ 2015 years ago. As per holy Bible, Jesus the son of God come to this world in the form a human being to preach the mystery of creation and salvation of mankind. The drama was written and directed by Sister Teraza Roserio. This was followed by a cultural programme.

On the occasion of Christmas Day the patients at Kumudini Hospital were served with improved diet. Food was served by Rohini Shaha. Among others, Directors of KWT Principal Protiva Mutsuddy and Mrs Srimati Shaha, MD of KWT Mr Rajiv Prasad Shaha and Director Kumudi Hospital Dr Dulal Chandra Podder were present on this occasion. ●

On the occasion of Merry Christmas Rohini Shaha is seen distributing improved diet to a patient at Kumudini Hospital.

Distinguished guests are witnessing a drama on Jesus Christ written and directed by Sister Teraza Reserio.

Kumudini CARES

কুমুদিনী হাসপাতাল
চিকিৎসা পরিসংখ্যান
সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫

টিকাদান কর্মসূচি

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
	৩৬৪	৪৩১	৩৯৫	৩৮৪
	১২৭	নাই	১৪৫	১২০
	৫৮	৫৩	নাই	নাই
	১২৬	১৪৪	১৩৪	১০৩
	৯৯	১২৪	১৮৩	৪
ভিটা এ ক্যাপ	নাই	নাই	নাই	নাই
	২৬৫	৩০৭	৩০৭	৩০০
পিসিভি	২৫৮	২৫৫	৩৭৩	২৫৮
আই পি ভি	১২২	৯৫	নাই	৮৯

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
	৩২৭২	৩৭৯৭	৩৬৪০	৩৬৮৩

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
	২০৪৫১	২০৩৮৪	২১৬৫৩	২০২৪১

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
	৬৬	৫৭	৬৭	৮১

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মেজর	৪৬	৪১	৪৮	৩৭
সেমি মেজর	৪৩	৬১	৫৮	৫২
মাইনর	৩৩৮	৪৬৯	৪৭১	৩৯২

অর্থোপেডিক্স

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মেজর	২৩	২০	২৫	২৪
সেমি মেজর	৩৮	২৭	৩৩	৩১
মাইনর	৫২৪	৪০৯	৪৯৯	৫১৬

নাক, কান, গলা

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মেজর	২৭	৩৮	৩০	২৮
মাইনর	৩	৬	১২	৬

গাইনি

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মেজর	৩৬	৪২	৩৯	৩৬
সেমি মেজর	৩৯	২৩	২২	২৯
মাইনর	৮	৯	১৬	৮

অবসটেট্রিক্স

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মেজর	১৫৭	১৫০	১৫৫	১৮১
মাইনর	৯৪	১০৯	১২৫	১১৩

চক্ষু

চক্ষু অপারেশন	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মেজর	২৭৪	৪২৮	৩৪৭	২৯৪

দন্ত

অপারেশন দন্ত	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মেজর	৩৩	৩৫	৫৪	৩৮
মাইনর	৭৫	৪৭	৬৫	৪৯

মাইনর অপারেশন	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
বহির্বিভাগ	১৮৬	১৬৮	২০৫	১৮৪

Kumudini Hospital
Treatment Statistics
September-December 2015

Vaccination Programme

	September	October	November	December
Polio	364	431	395	384
T.T	127	Nil	145	120
Measles	58	53	Nil	Nil
B.C.G	126	144	134	103
Robela	99	124	183	4
Vita-A Cap	Nil	Nil	Nil	Nil
Pantavalent	265	307	307	300
PCV	258	255	373	258
I P V	122	95	Nil	89

Patient Admitted in Hospital

	September	October	November	December
Admission	3272	3797	3640	3683

Out Patient

	September	October	November	December
	20451	20384	21653	20241

Patient Death in Hospital

	September	October	November	December
	66	57	67	81

Operation

Surgery

	September	October	November	December
Major	46	41	48	37
Semi Major	43	61	58	52
Minor	338	469	471	392

Orthopaedics

	September	October	November	December
Major	23	20	25	24
Semi Major	38	27	33	31
Minor	524	409	499	516

E.N.T.

	September	October	November	December
Major	27	38	30	28
Minor	3	6	12	6

Gynae

	September	October	November	December
Major	36	42	39	36
Semi Major	39	23	22	29
Minor	8	9	16	8

Obstetrics

	September	October	November	December
Major	157	150	155	181
Minor	94	109	125	113

Eye Camp

Eye Operation	September	October	November	December
Major	274	428	347	294

Dental

Operation Dental	September	October	November	December
Major	33	35	54	38
Minor	75	47	65	49

Minor Operation	September	October	November	December
Out Patient	186	168	205	184

Published by Kumudini Welfare Trust of Bengal (BD) Ltd. 86, Sirajuddowla Road, Khanpur, Narayanganj, Bangladesh. Tel: 7633545, 7635030, 7635051, 7635052, Fax: 880-2-7635024
e-mail: kumudini@dandylink.com, kwtdhaka@kumudini.org.bd, website : www.kumudini.org.bd